প্রথম আলো

তারিখ ..30 AUG 2017...
পৃষ্ঠা ..১৬.. কলাম ...১......

সন্তানকে সাইবার নৈতিকতার শিক্ষা দিতে হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

সাইবার নৈতিকতা (সাইবার এথিকস) নিয়ে এক আলোচনায় গবেষক-শিক্ষক জিনাত রেজা খান বলেছেন, প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাইবার অপরাধ একটি বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দিচ্ছে। তাই মা-বাবাকে জানতে হবে অনলাইনে সন্তানেরা কী করছে। ইন্টারনেট ব্যবহারের নৈতিকতা সন্তানকে শেখাতে হবে। ইন্টারনেট-জগতে শিশু, কিশোর ও তরুণদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। সন্তানকে শেখাতে হবে কী করা উচিত আর কী করা উচিত নয়।

জিনাত রেজা খান

গতকাল রাজধানীর কারওয়ান বাজারে *প্রথম আলো* কার্যালয়ে তথ্যপ্রযুক্তি ও সাইবার নৈতিকতা এবং আগামী প্রজন্ম শীর্ষক আলোচনায় জিনাত খান এ কথা বলেন। প্রতিষ্ঠানটির কর্মীদের সঙ্গে আলাপচারিতায় তিনি শিশু, কিশোর ও তরুণদের ওপর অনলাইন হয়রানির প্রভাব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সাইবার নৈতিকতা মেনে চললে সন্তানকে নিরাপদে রাখা যাবে।

ওলোনগং ইউনিভার্সিটি ইন দুবাইয়ের সহকারী অধ্যাপক জিনাত রেজা খান বলেন, পর্যাপ্ত গবেষণার অভাবে হয়তো দেশে এই অপরাধের বিস্তারের মাত্রাটি সামনে আসছে না। গবেষণায় দেখা গেছে ১৩ থেকে ২৪ বছর বয়সীরা গড়ে দিনে প্রায় সাড়ে সাত ঘণ্টা ইন্টারনেটে সময় কাটান। কিন্তু এর সবটাই তাঁরা গঠনমূলক কাজে ব্যয় করেন না। তিনি বলেন, এ কারণে সাইবার হয়রানি (সাইবার বুলিং), ব্যক্তিগত তথ্য চুরি (আইডেনটিটি থেফট) বা গোপন নজরদারির মতো (সাইবার স্টকিং) অপরাধের শিকার হন।

নিজের গবেষণা থেকে জিনাত খান বলেন, সাইবার অপরাধ কিশোর-তরুণদের মানসিকভাবে দুর্বল করে ফেলে বলে। আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরায় এর বাহ্যিক চিহ্ন থাকে না বলে মা-বাবা বা পরিবারের সদস্যরা তা বুঝতে পারেন না। কিন্তু অপরাধের শিকার কিশোর বা তরুণটি হতাশা বা অপমানবোধ থেকে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন।

ব্যানবেইস
পরিচালকের বার্য নয়
স্বাক্ষর